গাংনীতে পাম্পে তেল নিতে এসে ৭ মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী জামান ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে এসে বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় ৭ মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এ জরিমানা করা হয়। জরিমানাপ্রাপ্ত চালকরা হলেন ওসমান গনী, নসিরুল হক, সুজন আহমেদ, মাসুম, ফারুক, জয় ও মামুন হোসেন।

জানা গেছে, পেট্রোল নিতে এসে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তারা বিপাকে পড়েন। অভিযোগ অনুযায়ী, তারা কেউই মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে আনেননি।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেন জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই মাইকিং করে জানানো হয়েছিল তেল পাম্পে তেল নিতে হলে অবশ্যই গাড়ির বৈধ কাগজপত্র, হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখতে হবে। অন্যথায় তেল দেওয়া হবে না এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, নির্দেশনা অমান্য করায় ৭ জন চালকের কাছ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পরে তাদের তেল দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জামান ফিলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাচ্চু বলেন, ডিপো থেকে চাহিদার তুলনায় কম তেল পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বিপুল সংখ্যক ক্রেতাকে সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তবুও আমরা ক্রেতাদের আগেই সতর্ক করছি যেন তারা তেল নিতে আসার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন। অন্যথায় তারা জরিমানার মুখে পড়ছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের

জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় লাটা হাম্পার চালক নিহত, আহত হেলপার

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্পার গাড়ির চালক আলাউদ্দিন (৫০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গাড়ির হেলপার আহত হয়েছেন।

রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বড় বামনদহ ছোট রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রোববার সকালে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাঁড়ি ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্পার গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক আলাউদ্দিন নিহত হন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার ঈশ্বরবা গ্রামের মসলেম উদ্দিনের ছেলে। তবে আহত হেলপারের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শী লালবানু বলেন, “আমি লাইনের পাশে কাজ করছিলাম। ট্রেন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখি গাড়িটি লাইনের পাশে পড়ে আছে। পাশে একজন পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। মুখে পানি দিয়ে আল্লাহর নাম নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি মারা যান। পাশে আরেকজন আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে স্থানীয়রা তাদের ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।”

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার তুর্কি বলেন, “ওই

সময় ডিউটিতে ছিলেন স্টেশন মাস্টার মোশারফ হোসেন। আমি আসার পর এ ধরনের ঘটনার কথা শুনেছি। যেখানে দুর্ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, সেটি আউটার সিগনালের বাইরে পিডব্লিউডি এলাকার মধ্যে।”

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রায়হানা আক্তার লিমা বলেন, “একজনকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। অন্যজন আহত ছিলেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।”

গাংনীতে ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে চালকের মৃত্যু, সহকারী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে একটি ইটভাটায় মাটি বহনকারী ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে গাড়িতে থাকা জহিরুল ইসলাম
(৪৫) নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় তার সহকারী সজীব (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুল মাজিদের ছেলে। আহত সজীব একই উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পোড়াপাড়া গ্রামের ময়নালের থ্রি-স্টার ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরার সময় ড্রামট্রাকটি অসাবধানতাবশত ইটভাটার বৈদ্যুতিক সংযোগের মেন তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ট্রাকটি বিদ্যুতায়িত হয়।

বৈদ্যুতিক তারের আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই চালক জহিরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় সহকারী সজীবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে

তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ড্রামট্রাকের মালিক কাফিরুল ইসলাম জানান, নিহত জহিরুল ইসলাম প্রায় ৫ বছর ধরে তার ড্রামট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। রাতে ইটভাটায় মাটি রেখে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের ড্রাম পুরোপুরি নামানো না থাকায় সেটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মেন তারের সঙ্গে স্পর্শ করে বিদ্যুতায়িত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের রেলিং ভেঙে নদীতে, চালক ও হেলপার নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়েছে। এ ঘটনায় চালক ও হেলপার নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১ টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রীজে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- ট্রাক চালক সোহেল শেখ (২৭) পাবনা সদর উপজেলার গাজামানিকুন্ডা গ্রামের আবুল কালাম শেখের ছেলে এবং হেলপার মুবারক হোসেন (২০) একই গ্রামের জাফর মিয়ার ছেলে।

ফায়ার সার্ভিসের যশোর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আব্দুস সালাম জানান, রাতে যশোর থেকে একটি ডাল বোঝায় ট্রাক পাবনা যাচ্ছিলো। রাত ১ টার দিকে গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রীজের উপর এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে কুমার নদে পড়ে যায়।

খবর পেয়ে শৈলকুপা ও ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট উদ্ধার

কাজ শুরু করে। ভোরে মুবারক হোসেন ও সকাল ৮ টার দিকে চালক সোহেল শেখের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার সংবাদ শুনে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পাখিভ্যান চালক

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে এক পাখিভ্যান চালক তার পাখিভ্যান হারিয়ে রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলেন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া এলাকায়। বুধবার বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে হাটবোয়ালিয়া-চুয়াডাঙ্গা সড়কের হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানের পাশে ওই পাখিভ্যান চালককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

অজ্ঞান হওয়া ব্যক্তি রাসেদ মীরের ছেলে জাহারুল ইসলাম (৫৭)। তিনি পেশায় একজন পাখিভ্যান চালক। তার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও জাহারুল ইসলাম পাখিভ্যান নিয়ে ভাড়া মারার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পথে অজ্ঞান পার্টির সদস্যরা কৌশলে তার সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে এবং এক পর্যায়ে চেতনানাশক জাতীয় কিছু খাইয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে দুর্বৃত্তরা তার পাখিভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

বিকেলে স্থানীয় লোকজন হাটবোয়ালিয়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পাশে রাস্তায় তাকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে

উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সড়কপথে নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরের মনোহরপুরে সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাক চালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত চালক মাগুরার মির্জাপুর এলাকার মো. হোসেন আলীর ছেলে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক উল্টে মাঠে পড়ে গেলে চালক গুরুতর আহত হন। আহত ট্রাক চালককে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুত গতিতে ট্রাকটি আসছিল, ট্রাকের পশ্চিমে গাছের সাথে ধাক্কা মেরে কিছুটা এগিয়ে ডানে মোড় নেয়। এরপর প্রায় দশ হাত এগিয়ে বাম দিকের চাকা উল্টে রাস্তার ডানদিকে পড়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. শামীম রেজা বলেন, আমরা কিছুক্ষণ আগে সংবাদ পাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা ট্রাক গাছের সাথে ধাক্কা লেগে মাঠের মধ্যে পড়ে আছে। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাই এবং দক্ষতার সাথে একজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ট্রান্সফার করি।

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

মহেশপুরে আলমসাধুর ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেল ও আলমসাদুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব হোসেন (১৭) নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার অনন্তপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব হোসেন উপজেলার লড়াইঘাট মাঠপাড়া গ্রামের সানোয়ার খানের ছেলে। তিনি পদ্মপুকুর ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে সজীব মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে কলেজে যাচ্ছিলেন। পথে অনন্তপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লাটা হাম্বা (আলমসাধুর) গাড়ির সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সজীব গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন অটোরিকশা চালকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজন দরিদ্র অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মজনুর রহমান (৫০) নামে এক অটোরিকশা চালকের

করুণ মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরবেলা তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মজনুর রহমান বড় পুটিমারী গ্রামের মৃত আক্কাস আলীর ছেলে। তিনি পেশায় অটোচালক ছিলেন এবং তাঁর এক ছেলে সন্তান রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মজনুর রহমান রাতে নিজের অটোরিকশা চার্জে দিয়েছিলেন।

সোমবার ভোর আনুমানিক সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি চার্জ থেকে অটোরিকসা খুলতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান পিপিএম জানান, এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অটোচালকের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পুরো বড় পুটিমারী গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।